অষ্টম দার্‌স

الدرس الثامن

নামাযে ভুলে গেলেঃ

السهو في الصلاة

যদি মুসাল্লী তার নামাযে কোন কিছু ভুলে যায়, অর্থাৎ, নামাযে যদি কোন কিছু বেশী হয়ে যায় অথবা কমে যায় কিংবা কম হলো, না বেশী হলো এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় তার জন্য শরয়তের বিধান হলো সে 'সাজদা সাহু' (ভুলের সাজদা) করবে। কাজেই ভুলবশতঃ যদি নামাযে কোন কিয়াম, রুকু' ও বৈঠক ইত্যাদি বেশী হয়ে যায়, তাহলে সে এই ভুলের জন্য সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজদা করবে। অনুরূপ যদি ভুলবশতঃ তার নামাযের কার্যাদির বা পঠনাদির কোন কিছু কমে যায়, আর এই ত্যাগকৃত জিনিস যদি নামাযের রুক্‌ন হয় এবং পরের রাকআতের কেরাত (পঠন) আরম্ভ করার পূর্বেই যদি তার স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে সে ফিরে গিয়ে এই রুক্‌ন ও তার পরের কার্যাদি পূরণ ক'রে সাজদা সাহু করবে। আর যদি পরের রাকআতের কেরাত শুরু করার পর তার স্মরণ হয়, তাহলে সে রাকআত বাতিল হয়ে যাবে, যে রাকআতের কোন রুক্‌ন বাদ পড়ে গেছে এবং পরের রাকআতটা তার স্থানে চলে আসেব। আর বাদপড়া রুক্‌ন সম্পর্কে যদি সালামের পর জ্ঞাত হয়, আর (নামায থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় যদি সুদীর্ঘ না হয়ে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ রাকআতটা পূর্ণ ক'রে সাজদা সাহু করবে। কিন্তু যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় সুদীর্ঘ হয়ে যায় অথবা ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো নামাযটা ফিরিয়ে পড়বে।

যদি নামাযের কোন ওয়াজিব কাজ ভুলে যায়, যেমন, প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসতে ভুলে যাওয়া বা এই ধরনের নামাযের যে কোন ওয়াজিব কাজ, তাহলে সে সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজাদা সাহু করবে। ণামাযের ব্যাপারে যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয়, আর তা যদি রাকআতের সংখ্যা নিয়ে হয়, যে দু'রাকআত হলো, না তিন রাকআত, তাহলে সে কমটাই ধরবে, কেননা, কমটা তার নিকট নিশ্চিত এবং সালাম ফিরার পূর্বে সাজদা সাহু করবে। আর যদি নামাযের কোন রুক্‌ন ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে সে রুক্‌ন বাদ গেলে যা করতে হয়, তা-ই করবে। অর্থাৎ, সেই রুক্‌ন ও তার পরের কার্যাদি পুনরায় আদায় ক'রে সাজদা সাহু করবে। আর যদি উভয় সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতি তার ধারণা সুদৃঢ় হয়, তাহলে সে তার সুদৃঢ় ধারণা অনুযায়ী কাজ ক'রে সাজদা সাহু করবে।